আলোচনার জন্য খসড়া ১ জুলাই, ২০১৫

ব্যাংক কার্যবিধি

পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যবিধি

তথ্য লাভ সংক্রান্ত ব্যাংকের নীতি প্রণয়ন
পাবলিক

ক্যাটালগ নং
[এলইজিভিপিইউ ভুক্ত পিএন্ডপিএফ প্রশাসকের নির্দেশ অনুযায়ী]
[জারিকৃত ও কার্যকর] [জারিকৃত] [সর্বশেষ সংশোধিত]
[তারিখ লিখুন]

[কার্যকর]
[তারিখ লিখুন]

বিষয়
[নথির সার সংক্ষেপ]

যার জন্য প্রযোজ্য
[এই নথি যার জন্য প্রযোজ্য সেই প্রতিষ্ঠান বা কর্মকর্তার নাম লিখুন]

জারিকর্তা
[ওপিসিএস ভিপি]

পৃষ্ঠপোষক
[সেসো]

আলোচনার জন্য খসড়া

১ জুলাই, ২০১৫

বিশ্ব ব্যাংক

আইবিআরডি * আইডিএ

পরিকল্পিত কাজের খসড়া ১ জুলাই ২০১৫

অনুচ্ছেদ ১- উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ

১. এই কার্যবিধি বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়নে পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাধ্যতামূলক বিষয়গুলো নির্ধারণ করে।

২. এই কার্যবিধি ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অনুচ্ছেদ ২ - সংজ্ঞা ও আদ্যাক্ষর

৩. এই কার্যবিধিতে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দগুচ্ছ বা আদ্যাক্ষরগুলোর জন্য প্রযোজ্য অর্থ নিচে উল্লেখ করা হলো।

১) **তথ্য পাওয়ার নীতি:** ২০১৩ সালের ১ জুলাই গৃহীত ব্যাংকের তথ্য লাভের নীতি সময়ে সময়ে সংশোধন করা হয়েছে।

২) **এপিইএসএস:** প্রধান পরিবেশ ও সামাজিক মানদণ্ড কর্মকর্তা (সেসো); পরিচালক জিইএনডিআর; পরিচালক জিএসইউআরআর; লেজেন সিসি এবং সেসো কর্তৃক মনোনীত যথাযথ আঞ্চলিক প্রতিনিধি নিয়ে ব্যাংকের পরিবেশ ও সামাজিক মানদণ্ড সংক্রান্ত স্বীকৃতি প্যানেল গঠিত হয়েছে । এপিইএসএস সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন সেসো।

৩) **ব্যাংক:** আইবিআরডি ও আইডিএ।

৪) **বোর্ড:** আইবিআরডি বা আইডিএ'র নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, অথবা উভয়ই, যা প্রযোজ্য।

৫) **ঋণ গ্রহীতা:** কোন প্রকল্পের জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহীতা এবং ব্যাংকের ঋণের অর্থে পরিচালিত প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন প্রতিষ্ঠান।

৬) **ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো:** ঋণ গ্রহীতার পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো, যা নীতির ২৫ অনুচ্ছেদে নির্ধারণ করা হয়েছে।

৭) **সেসো:** ব্যাংকের প্রধান পরিবেশগত ও সামাজিক মান কর্মকর্তা।

৮) **ইএইচএসজিএস:** ২০০৭ সালের ৩০ তারিখে গৃহীত বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা দিকনির্দেশনা, যা সময়ে সময়ে সংশোধন করা হয়েছে।

৯) **ইএস:** পরিবেশগত ও সামাজিক।

১০) **ইএসসিপি:** পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা।

পরিকল্পিত কাজের খসড়া ১ জুলাই ২০১৫

১১) **ইএসএফ:** ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো, ----------তারিখে গৃহীত, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত, এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি ও ১০টি পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড।

১২) **বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি:** ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি, তারিখে ------- গৃহীত, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত।

১৩) **পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যবিধি:** ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যসূচি, ---------তারিখে গৃহীত, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত।

১৪) **ইএসআরএস:** পরিবেশগত ও সামাজিক পর্যালোচনা সারসংক্ষেপ নথি, প্রয়োজন অনুযায়ী, সময়ে সময়ে সংশোধিত।

১৫) **ইএসএস:** ব্যাংকের পরিবেশ ও সামাজিক মান, --------তারিখে গৃহীত, সময়ে সময়ে সংশোধিত।

১৬) **ইএসএসএ:** পরিবেশ ও সামাজিক মান উপদেষ্টা। [পূর্বতন আঞ্চলিক সুরক্ষা উপদেষ্টা]

১৭) **ইএস বিশেষজ্ঞ:** ব্যাংকের একজন পরিবেশ এবং/বা সামাজিক বিশেষজ্ঞ।

১৮) **আইসিআর:** বাস্তবায়ন সম্পন্ন ও ফলাফল রিপোর্ট।

১৯) **বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান:** ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে সহায়তাপুষ্ট একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

২০) **আইপিএফ:** ওপি/বিপি ১০.০০ অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন।

২১) **আইএসআর:** বাস্তবায়ন অবস্থা ও ফলাফল রিপোর্ট।

২২) **জিইএনআর:** পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত বৈশ্বিক রীতি।

২৩) **বৈশ্বিক রীতি সিনিয়র পরিচালক/পরিচালক:** ব্যাংকের জিপি বিষয়ক সিনিয়র পরিচালক বা পরিচালক।

২৪) **জিপি:** ব্যাংকের একটি বৈশ্বিক রীতি।

২৫) **জিআরএস:** ব্যাংকের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা।

২৬) **জিএসইউআরআর:** সামাজিক, নাগরিক, গ্রামীন ও সহিষ্ণু উন্নয়ন বৈশ্বিক রীতি।

২৭) **গ্যারান্টি:** (ক) কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের দেয়া অর্থায়ন; অথবা (খ) কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন বা বিদেশী সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঋণ নয় এমন সরকারি অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত দায়, এবং অন্য কোন চুক্তি, আইন বা বিধি থেকে উদ্ভুত বিষয়ে ব্যাংকের দেয়া গ্যারান্টি।

২৮) **আইনগত চুক্তি:** ঋণ গ্রহীতার বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য ব্যাংকের অর্থায়নের লক্ষ্যে ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতার মধ্যে স্বাক্ষরিত কোন আইনগত চুক্তি।

২৯) **লেগ:** ব্যাংকের আইনগত ভাইস-প্রেসিডেন্সী।

৩০) **লেজেন:** লেগ অধীনস্থ পরিবেশ ও আন্তর্জাতিক আইন ইউনিট।

৩১) লেজেন সিসি: প্রধান পরামর্শদাতা, লেজেন।

৩২) **ঋণ:** ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ বা অন্য দাতাদের অর্থে গঠিত ও ব্যাংক পরিচালিত, অথবা উভয়ের সমন্বয়ে পরিচালিত ট্রাস্ট তহবিল থেকে প্রদত্ত কোন ঋণ, অনুদান বা মঞ্জুরী।

৩৩) **ব্যবস্থাপনা:** বাংকের প্রেসিডেন্ট বা কোন ব্যবস্থাপক, বা কিছু বা এসব ব্যক্তিদের সকলে, যা প্রযোজ্য।

৩৪) **ব্যবস্থাপক:** ব্যাংকের মানব সম্পদ ব্যবস্থায় একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তি।

৩৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা এমডি: ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

৩৬) **ওইএসআরসি:** ব্যাংকের পরিচালন পরিবেশগত ও সামাজিক পর্যালোচনা কমিটি যা প্রধান পরিবেশ ও সামাজিক মান কর্মকর্তা (সেসো); পরিচালক জিইএনডিআর; পরিচালক জিএসইউআরআর; ও লেজেন সিসি-কে নিয়ে গঠিত এবং সঙ্গে রয়েছে সেসো কর্তৃক মনোনীত যথাযথ আঞ্চলিক প্রতিনিধি। ওইএসআরসি সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন সেসো।

৩৭) **ওপিসিএস:** ব্যাংকের অপারেশন্স পলিসি এন্ড কান্ট্রি সার্ভিস ভাইস-প্রেসিডেন্সী।

৩৮) **ওপিএসওআর:** ওপিসিএস অধীনস্থ অপারেশন্স ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

৩৯) **প্যাড:** প্রকল্প মূল্যায়ন নথি।

৪০) **প্রেসিডেন্ট:** ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট।

৪১) **ঝুঁকি শ্রেণীকরণ:** প্রকল্পের জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত ঝুঁকি শ্রেণীকরণ, যা এই কার্যবিধির ৬ অনুচ্ছেদে নিধারিত রয়েছে।

৪২) **উপ-প্রকল্প:** প্রকল্পের অধীনে একটি পৃথক কর্মকাণ্ড যা আইনগত চুক্তিতে সংজ্ঞায়িত।

৪৩) **টিএল:** দল নেতা।

৪৪) **টর:** প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ঋণ গ্রহীতার ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন সংক্রান্ত শর্তাবলী।

৪৫) **টিটি:** কর্মী দল।

অনুচ্ছেদ ৩ -ব্যাপ্তি

৪. এই কার্যবিধি বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন সংক্রান্ত ওপি ১০.০০ সাপেক্ষে সকল প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য।

৫. নীতিতে উল্লেখিত অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী, একটি প্রকল্পের ইএস ঝুঁকি ও অন্যান্য প্রভাব ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যাংকের দায়িত্ব হচ্ছে:

ক. প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যাপারে তার নিজস্ব যথাযথ যত্ন নেয়া, যা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ইএস ঝুঁকি ও প্রভাবের প্রকৃতি ও সম্ভাব্য গুরুত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ;

খ. প্রয়োজন হলে, ঋণ গ্রহীতাকে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আগাম ও অব্যাহত যোগাযোগ রাখা ও ফলপ্রসূ আলোচনা করা এবং প্রকল্প ভিত্তিক অভিযোগ প্রতিকার কৌশল বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান;

গ. প্রকল্পের সম্ভাব্য ইএস ঝুঁকি ও অন্যান্য প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ পদ্ধতি ও উপায় চিহ্নিত করতে ঋণ গ্রহীতাকে সহায়তা প্রদান;

ঘ. শর্তাবলীর ব্যাপারে ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে ঐকমত্য, যে শর্তের অধীনে ব্যাংক প্রকল্পে সহায়তা দিতে প্রস্তুত, যা পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা (ইএসসিপি) অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে; এবং

ঙ. ইএসসিপি ও ইএসএস অনুযায়ী প্রকল্পের ইএস বাস্তবায়ন তদারকি।

অনুচ্ছেদ ৪ - ভূমিকা ও দায়িত্ব

৬. ব্যাংকের অভ্যন্তরে ইএস ঝুঁকি ও অন্যান্য প্রভাবের ব্যবস্থাপনা মূলত সম্পন্ন করেন ওপিসিএস (ওপিএসওআর), জিপিএস (জিইএনআর ও জিএসইউআরআর), লেগ (লেজেন) -এ নিয়োজিত কর্মকর্তারা এবং টিটি সদস্যরা।

৭. ইএসএফ বাস্তবায়নের সাধারণ তদারকির জন্য সার্বিক দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সেসো'র (ওপিএসওআর) ওপর বর্তায় এবং নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করে:

ক. ইএসএফ সম্পর্কে ব্যাখ্যা এবং এগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে পরামর্শদান;
খ. ইএসএফ সংক্রান্ত যে কোন সংশোধনীর প্রস্তাব, এবং অন্য কোন পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ;
গ. ইএস ঝুঁকি সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান;
ঘ. ইএসএফ সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড তদারকি এবং ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত যথাযথ ভারসাম্যপূর্ণ প্রক্রিয়াসহ ইএসএফ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রদান এবং এই ধরণের বাস্তবায়ন কাজে সহায়তা দেয়ার জন্য পদ্ধতি প্রণয়ন;
ঙ. কোন প্রকল্পের প্রাথমিক ঝুঁকি শ্রেণীকরণের জন্য এবং ঐ ঝুঁকি শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে ইএসএসএ'র মাধ্যমে যে কোন পরিবর্তনের জন্য সম্মতি প্রদান;
চ.প্রকল্পের মূল্যায়নকালে ইএস বিষয়বস্তু ও অন্য কোন ইএস নথিপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলীর বিষয়ে ছাড়পত্র প্রদান সহ ইএসএসএ'র মাধ্যমে ইএস মূল্যায়ন ও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পগুলোর তদারকির জন্য পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান;
ছ.ছাড়পত্র ও বোর্ডের অনুমোদন লাভের জন্য এমডি'র কাছে পেশ করার জন্য ইএসএফ বিধিমালায় ছাড় পাওয়ার জন্য প্রস্তাবগুলোর অন্তর্ভুক্তকরণ;
জ.পরিবেশগত ও সামাজিক কার্যবিধির বিধিমালায় ছাড় পাওয়ার জন্য প্রস্তাবগুলোর অনুমোদন;
ঝ. জিআরএস এর মাধ্যমে পেশকৃত ইএস সংক্রান্ত ক্ষোভসমূহের বিষয়ে কেন্দ্রীয় তদারকি নিশ্চিতকরণ;
ঞ. ইএসএফ স্বীকৃতি প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা;
ট. জিপিএস ও লেগ এর সঙ্গে যৌথভাবে ইএসএফ সংক্রান্ত জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষণ কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন তদারকি; এবং
ঠ. এসএফসহ ইএস ঝুঁকি ও প্রভাব সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শর্তাবলীর বাস্তবিক সমন্বয়ের সঙ্গে অন্যান্য বহুজাতিক, সহযোগি ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ততা।

৮. ইএসএফ বাস্তবায়ন ও নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পন্ন করার জন্য পরিচালক, জিইএনডিআর ও পরিচালক জিএসইউআরআর দায়ী ও জবাবদিহি থাকবে:

ক. ইএসএফ সংক্রান্ত প্রকল্প পর্যায়ের সহায়তার বিষয়ে পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, কর্মসূচির ব্যাপ্তি, তদারকি ও রিপোর্টিং সহ কার্যকরভাবে ইএসএফ বাস্তবায়নের জন্য কর্ম প্রক্রিয়া প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
খ. প্রকল্পের মূল্যায়নের ব্যবস্থাপনামূলক তদারকি;

গ. টিটি বাস্তবায়নে কর্মী ও পরামর্শক বরাদ্দ এবং তাদের তদারকি করা;
ঘ. সকল কর্মকাণ্ডের জন্য ইএস ঝুঁকি বিষয়ে টিটি-কে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
ঙ. অধিক ঝুঁকিপূর্ণ নয় এমন প্রকল্পগুলোর পুরো মেয়াদের জন্য ছাড়পত্র, পরামর্শমূলক সহায়তা এবং তদারকি সেবা প্রদান করা;
চ. ইএসএস সক্ষমতার পোর্টফোলিও পর্যালোচনা গ্রহন;
ছ. বিশেষায়িত কারিগরি পরামর্শমূলক সেবা (যেমন, বাধের সুরক্ষা, ইত্যাদি) প্রদান;
জ. ঋণ গ্রহীতার সামর্থ গঠন কৌশল ও বাস্তবায়ন উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

৯. লেজেন সিসি'র দায়িত্ব হচ্ছে:

ক. ইএসএফ ও ইএস ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশনা বিষয়ে আইনগত পরামর্শ প্রদান;
খ. ইএস সংক্রান্ত আইনগত কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য পরামর্শক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে শর্তাবলী পর্যালোচনা ও অনুমোদন দেয়া;
ঋণগ্রহীতার ইএস কাঠামো কর্মসূচির আইনগত বিষয় মূল্যায়ন সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান;

১০. টিটি (ইএসএফ স্বীকৃত কর্মী সহ) ইএসএফ সংক্রান্ত প্রকল্প পর্যায়ের প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন সহায়তা ও তদারকি কর্মকাণ্ডের জন্য দায়িত্বশীল হবে ও জবাবদিহিতা করবে এবং নিম্নলিখিত কাজ সম্পন্ন করবে:

ক. প্রকল্প মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা;;
খ. যথাযথভাবে প্রকল্পের ইএস সম্পন্ন করা এবং ইএস ঝুঁকি লাঘবের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনের প্রস্তাব দেয়া;
গ. ইএস সংক্রান্ত বাস্তবায়ন সহায়তা ও তদারকি সম্পন্ন করা;
ঘ. প্রকল্প পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ প্রতিকার করা।

১১. ওইএসআরসি গঠিত হয়েছে (সেসো); পরিচালক জিইএনডিআর; পরিচালক জিএসইউআরআর; ও লেজেন সিসি-কে নিয়ে এবং সঙ্গে রয়েছে সেসো কর্তৃক মনোনীত যথাযথ আঞ্চলিক প্রতিনিধি। ওইএসআরসি সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন সেসো এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলোসহ কর্পোরেট বিষয়ের ইএস সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলোর পর্যালোচনা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য সার্বিক দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা থাকবে:

ক. প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে যে কোন সময় ওইএসআরসি'র কোন সদস্য বা সিনিয়র ব্যবস্থাপনার অনুরোধে শ্রেণীকরণ নির্বিশেষে নীতিমালার ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ইস্যু অথবা কোন একটি বিতর্কিত বা নতুন ধরণের ইস্যু সহ অধিক ঝুঁকি, স্পর্শকাতর বা জটিল প্রকল্প বা ইস্যু সম্পর্কে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিবে;
খ. শ্রেণীকরণ নির্বিশেষে একটি প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইএস ইস্যুতে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা পরিবর্তন ঘটলে প্রয়োজনে টিটি তাৎক্ষণিকভাবে ওইএসআরসি-কে অবহিত করবে এবং প্রয়োজন হলে এই ঘটনা বা ইস্যু কিভাবে মোকাবেলা করা হবে সে বিষয়ে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিবেন;
গ. ইএসএফ সম্পর্কে ব্যাখ্যা, প্রয়োগ বিষয়ে তদারকি এবং ইএসএফ বিষয়ে পরিবর্তনের পরামর্শ প্রদানে সেসো-কে সহায়তা দিবে.

১২. পরিচালক জিইএনডিআর; পরিচালক জিএসইউআরআর; ও লেজেন সিসি-কে নিয়ে এপিইএসএস গঠিত হয়েছে এবং সঙ্গে রয়েছে সেসো কর্তৃক মনোনীত আঞ্চলিক প্রতিনিধি। এপিইএসএস সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন সেসো এবং দায়িত্ব থাকবে:

ক. মূল যোগ্যতার প্রয়োজনীয় শর্তগুলো প্রণয়ন করা এবং ইএসএফ স্বীকৃত কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য ব্যাংক কর্মীদের পেশাগত মান নির্ধারণ করবেন;
খ. ইএসএফ স্বীকৃতি প্রদান প্রক্রিয়া পরিচালনা সহ পর্যালোচনা, ছাড়পত্র প্রদান এবং ইএসএফ স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;
গ. ইএসএফ স্বীকৃত কর্মীদের তালিকা তৈরী করা এবং সকলের দেখার জন্য উন্মুক্ত রাখা;
ঘ. মূল যোগ্যতা ও বিশেষায়িত যোগ্যতা গড়ে তোলা ও বজায় রাখার ব্যাপারে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা;
ঙ. প্রয়োজন মেটানোর জন্য সম্পদ ও যোগ্যতার পর্যাপ্ততা পর্যবেক্ষণ করা এবং ইএসএফ এর শুদ্ধতায় সহায়তা প্রদান।

অনুচ্ছেদ ৫- প্রকল্প যাচাই

১৩. টিএল প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য একটি টিটি-কে সমন্বয় করবেন। টিটি প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইএস ঝুঁকি, প্রভাব ও সামর্থমূলক ইস্যুগুলো চিহ্নিত করতে প্রস্তাবিত প্রকল্প যাচাই করবেন। সম্ভাব্য ইএস ঝুঁকি ও প্রভাবের প্রাথমিক যাচাইয়ের ভিত্তি হবে ধরণ, খাত, অবস্থান, স্পর্শকতরতা, প্রস্তাবিত প্রকল্পের আকার, এবং সম্ভাব্য ইএস ঝুঁকি ও প্রভাবের প্রকৃতি ও মাত্রা সম্পর্কে পরীক্ষা।

১৪. প্রাথমিক যাচাইয়ে প্রারম্ভিক ঝুঁকির শ্রেণীকরণ সংক্রান্ত তথ্য এবং ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো কর্মসূচির মূল্যায়ন পাওয়া যাবে। এছাড়া, এটি প্রয়োজনীয় ইএস মূল্যায়নের ধরণ বিবেচনার জন্য টিটি-কে একটি ভিত্তি দিতে পারে যা প্রকল্পের পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকালে উদ্ভুত হতে পারে এমন ঝুঁকি ও প্রভাব, এবং অন্য যে কোন ইস্যু কার্যকরভাবে সমাধান করা যেতে পারে।

১৫. টিটি ইএসএসএস অনুযায়ী প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ঋণ গ্রহীতার সামর্থ ও অঙ্গীকার পর্যালোচনা করবে। টিটি ইএসএসএস সংক্রান্ত শর্ত পূরণে ঋণ গ্রহীতার সামর্থ বৃদ্ধির জন্য, যদি প্রয়োজন হয়, চাহিদা পর্যালোচনা করবে বিশেষ করে প্রাসঙ্গিক ভিত্তিরেখা উপাত্ত ও তথ্যের প্রেক্ষাপটে প্রকল্পস্থলে প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি এবং আন্ত-প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা পর্যালোচনা করবে। টিটি সামর্থ জোরদারের লক্ষ্যে প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের চাহিদা বিবেচনা করবে।

১৬. টিটি ঋণ গ্রহীতার অনুরোধের প্রেক্ষিতে (আরো তথ্য জানার জন্য অনুচ্ছেদ ৯ দেখুন) প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোর প্রাথমিক পর্যালোচনা করবে।

১৭. প্রারম্ভিক যাচাইকালে, টিটি প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করবেন যাতে টিটি:

ক. প্রধান ইএস ঝুঁকি ও প্রভাব এবং সেগুলোর প্রকৃতি ও মাত্রা চিহ্নিত করতে পারেন;
খ. প্রকল্প ঝুঁকি শ্রেণীকরণ প্রস্তাবদান;
গ. ঋণ গ্রহীতার দ্বারা পরিচালনার জন্য ইএস মূল্যায়নের সবচেয়ে উপযুক্ত ধরণটি এবং ব্যবহার করার পদ্ধতি ও উপায় বিবেচনা করতে পারেন;
ঘ. ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোর বিস্তারিত তথ্য এবং সম্ভাব্য ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও মূল্যায়ন;
ঙ. অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য একটি প্রাথমিক সময়সূচির প্রস্তাব;
চ. কোন ধরণের ইএস যথাযথ হবে তা বিবেচনা করা যা ব্যাংকের প্রয়োজন হবে এবং প্রাথমিকভাবে একটি যথাযথ ইএস সময়সূচির প্রস্তাব।

১৮. টিটি ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য, ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবে যা প্রকল্পের ইএস মূল্যায়নের জন্য ঋণ গ্রহীতার প্রয়োজন হবে এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যবহার করা হতে পারে এমন

পদ্ধতি ও উপায় (যা ইএসএস১, পরিশিষ্ট ১ -এ বর্ণিত) এবং যে কোন ইএসএস সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা সহ বিশেষ ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য ধরণ ও সময়সীমা।

১৯. প্রস্তাবিত প্রকল্পের ইএস সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বা বাস্তবিক ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচিত হলে, টিটি নিবেদিত ইএস বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করবেন। ইএস বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর ধরণ ও মাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৬ - ঝুঁকি শ্রেণীকরণ

২০. ব্যাংক প্রতিটি প্রকল্পের শ্রেণীকরণ ব্যাংকের ঝুঁকি শ্রেণীকরণ অনুযায়ী করবে।

২১. প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে নিয়মিতভাবে একটি প্রকল্পের ইএস পারফরমেন্স পর্যালোচনা ও তদারকির জন্য একটি উপায় হিসেবে ব্যাংক কর্মী ঝুঁকি শ্রেণীকরণ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করবে। প্রকল্পের ঝুঁকি শ্রেণীকরণ অনুযায়ী ব্যাংক একটি প্রকল্পের জন্য তাদের সম্পদ বরাদ্দ করবে এবং কর্পোরেট তদারকি করবে ও পরিচালনগত সহায়তা দিবে। ঝুঁকি শ্রেণীকরণের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যে:

ক. প্রকল্পের ইএস কার্যক্রম ও ফলাফল ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন ইস্যুসহ প্রকল্পের অবস্থা সংক্রান্ত সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য ব্যাংকের কাছে রয়েছে;
খ. ইএসসিপি সহ আইনগত চুক্তির বিষয়ে সম্মত অঙ্গীকারগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে ঋণ গ্রহীতা পর্যাপ্ত সম্পদ নিয়োজিত এবং কাঙ্খিত বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদান করবে; এবং
গ. প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন অথবা ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো নিরসন করা হয়েছে।

২২. প্রকল্পের ঝুঁকি শ্রেণীকরণ সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য ভিত্তিক এবং ইএস নীতি ও এই কার্যবিধি অনুসারে প্রণয়ন নিশ্চিত করতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে।

২৩. ব্যাংক একটি প্রকল্পকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ, মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ অথবা কম ঝুঁকিপূর্ণ বলে শ্রেণীকরণ করবে, এক্ষত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোসহ প্রাসঙ্গিক সকল সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব বিবেচনা করবে:

ক. প্রকল্পের ধরণ, অবস্থান, স্পর্শকাতরতা ও আকার, যেমন- প্রকল্পের ভৌত অবস্থা বিবেচনা, অবকাঠামোর ধরণ, (যথা, বাধ ও জলাধার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিমানবন্দর, মহাসড়ক); ক্ষতিকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বর্জ্য ফেলার স্থান, প্রভাবভুক্ত ভৌগোলিক এলাকা;
খ. সম্ভাব্য ইএস ঝুঁকি ও প্রভাবের প্রকৃতি ও মাত্রা, যেমন-অনুন্নত এলাকার ওপর প্রভাব, শিল্প এলাকার ওপর প্রভাব (যেমন, পুনর্বাসন, রক্ষণাবেক্ষণ বা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড); সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবের প্রকৃতি (যেমন, সেগুলো পরিবর্তন করা যাবে কিনা, নজিরবিহীন বা জটিল কিনা); পুনর্বাসন কর্মকাণ্ড, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি; প্রভাব লাঘব পর্যায় বিবেচনা করে সম্ভাব্য লাঘব পদক্ষেপ;
গ. ইএসএসএস এর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এই ধরণের ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলার জন্য ঋণ গ্রহীতার সামর্থ ও অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করবে যেমন, দেশের নীতি, আইনগত, ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কর্মসূচি, আইন, বিধিমালা, বিধান, ও কার্যবিধি যা প্রকল্প খাতের জন্য প্রযোজ্য, এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক ও স্থানীয় শর্তাবলী, ঋণ গ্রহীতার কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ; পূর্বের কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে ঋণ গ্রহীতার ট্র্যাক রেকর্ড; এবং প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যমান আর্থিক ও মানব সম্পদ;
ঘ. ঝুঁকির অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো ইএস প্রশমন পদক্ষেপ ও ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে যা সুনির্দিষ্ট প্রকল্প ও এটি গ্রহন করার প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভরশীল, এছাড়াও রয়েছে প্রভাব প্রশমনের প্রকৃতি, ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবিত প্রযুক্তি, অভ্যন্তরীন এবং/বা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, সংঘাত বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিবেচনা।

২৪. ব্যাংক একটি সমন্বিত উপায়ে প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো বিবেচনা এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নির্ধারণ করার পর একটি প্রকল্পকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বলে শ্রেণীকরণ করতে পারে:

ক. প্রকল্প মানব সমাজ ও পরিবেশের ওপর ব্যাপক মাত্রায় প্রতিকুল ঝুঁকি ও প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। প্রকল্পের জটিল প্রকৃতি, আকার (বড় বা বৃহত্তর) অথবা প্রকল্পের অবস্থানের স্পর্শকাতরতার কারণে তা ঘটতে পারে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় নিতে হবে:

অ. প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যের কারণে দীর্ঘ মেয়াদী, স্থায়ী এবং/বা অপ্রতিরোধ্য ক্ষতি (যেমন, বড় আবাসস্থলের ক্ষতি বা জলাভূমির ক্ষতি) যা পুরোপুরি এড়ানো অসম্ভব;

আ. মাত্রা এবং/বা স্থানের প্রেক্ষিতে ব্যাপক (ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন ভৌগোলিক এলাকা বা জনসংখ্যার আকার ব্যাপক বা বিপুল);

ই. বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ক্রমবর্ধমান এবং/বা আন্ত:সীমান্ত ধরণের; এবং

ঈ. মানুষের স্বাস্থ্য এবং/বা পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রতিকুল প্রভাব রাখার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে (যেমন, দুর্ঘটনা, বিষাক্ত বর্জ্য ফেলার কারণে, ইত্যাদি)

খ. ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন এলাকা খুবই মূল্যবান ও স্পর্শকাতর, যেমন স্পর্শকাতর ও মূল্যবান প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও আবাসস্থল (সংরক্ষিত এলাকা, জাতীয় পার্ক, বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান, গুরুত্বপূর্ণ পাখির আবাসস্থল), আদিবাসী লোকজন বা অন্য কোন ঝুঁকিপূর্ণ সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ভূমি বা অধিকার, ব্যাপক অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন বা ভূমি অধিগ্রহন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ঘনবসতিপূর্ণ শহর এলাকার ওপর প্রভাব;

গ. প্রকল্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিকুল ইএস ঝুঁকি ও প্রভাব লাঘব করা যায় না বা বিশেষ লাঘব পদক্ষেপ নিতে হয়, জটিল এবং/বা প্রমাণহীন লাঘব ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা বা প্রযুক্তি, অথবা সর্বাধুনিক সামাজিক বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়ন;

ঘ. উদ্বেগের বিষয় থাকতে পারে যা প্রকল্পের প্রতিকুল সামাজিক প্রভাব এবং সংশ্লিষ্ট প্রশমন পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংঘাত বা ক্ষতি ঘটাতে পারে বা মানুষের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে;

ঙ. প্রকল্প এলাকায় বা এ খাতে কোন ক্ষোভ রয়েছে কিনা; এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন থাকতে হতে পারে;

চ. প্রকল্প একটি আইনগত বা নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশে গড়ে তোলা হচ্ছে যেখানে প্রতিযোগী সংস্থাগুলোর এক্তিয়ার সংক্রান্ত অনিশ্চিয়তা বা সংঘাত রয়েছে, অথবা যেখানে জটিল প্রকল্পগুলোর ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো দূর করার জন্য যথেষ্ট আইন বা বিধি নেই, অথবা প্রয়োগযোগ্য আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে বা আইনের প্রয়োগ দুর্বল;

ছ. জটিল প্রকল্প বাস্তবায়নে ঋণ গ্রহীতা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর অতীত অভিজ্ঞতা সীমিত এবং ইএস ইস্যুতেও তাদের ট্র্যাক রেকর্ড দুর্বল হলে প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবের প্রকৃতি বিবেচনা করে এই ট্র্যাক রেকর্ড অগ্রহনযোগ্য হবে;

জ. স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা দুর্বল;

ঝ. প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কিছু বিষয় রয়েছে যা ইএস কার্যক্রম ও প্রকল্পের ফলাফলে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে।

২৫. ব্যাংক একটি সমন্বিত উপায়ে প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো বিবেচনা এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নির্ধারণ করার পর একটি প্রকল্পকে বাস্তবিক ঝুঁকিপূর্ণ বলে শ্রেণীকরণ করতে পারে:

ক. প্রকল্প অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পগুলোর মতো জটিল না হলে, এটির ইএস আকার ও প্রভাব অপেক্ষাকৃত (বড় থেকে মাঝারি) কম এবং প্রকল্পের স্থানটি একটি স্পর্শকাতর নাও হতে পারে। সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকাংশই বা সবকয়টি রয়েছে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে;

খ. এগুলোর অধিকাংশই অস্থায়ী, অনুমানযোগ্য এবং/বা পরিবর্তনযোগ্য এবং প্রকল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী এগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া বা পাল্টে দেয়ার সম্ভাবনা নাকচ করে দেয় না (যদিও এ কাজে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ ও সময় লাগতে পারে);

গ. প্রকল্পের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিকুল ইএস ঝুঁকি ও প্রভাব দূর করা যাবে না বা বিশেষ ধরণের প্রভাব লাঘব ব্যবস্থা, জটিল এবং বা নজিরবিহীন লাঘব ব্যবস্থা বা ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা বা প্রযুক্তি, অথবা আধুনিক সমাজ বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে;

ঘ. উদ্বেগ রয়েছে যে, প্রকল্পের প্রতিকুল সামাজিক প্রভাব এবং সংশ্লিষ্ট লাঘব পদক্ষেপ সামাজিক সংঘাত বা ক্ষতির অথবা লোকজনের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ঝুঁকির কারণ হতে পারে;

ঙ. এগুলো আকারে মাঝারি এবং/ বা ব্যাপক (ভৌগোলিক এলাকা এবং জনসংখ্যার আকারের কারণে ক্ষতির মাত্রা মাঝারি থেকে বিরাট হতে পারে)

চ. পুঞ্জীভুত এবং /বা আন্ত:সীমান্ত প্রভাবের সম্ভাবনাও থাকতে পারে, তবে সেগুলো কম ক্ষতিকর এবং অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজে এড়ানো বা প্রশমিত করা যায়;

ছ. মানব স্বাস্থ্য এবং/বা পরিবেশের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিকুল প্রভাবের সম্ভাবনা মাঝারি থেকে কম হতে পারে (যেমন দুর্ঘটনা, বিষাক্ত বর্জ্য ফেলা ইত্যাদি কারণে), এবং এই ধরণের ঘটনা রোধ বা কমিয়ে আনার জন্য বেশ কিছু জানা ও নির্ভরযোগ্য কৌশল রয়েছে;

জ. বেশী মূল্যবান বা স্পর্শকাতর এলাকার ওপর প্রকল্পের প্রভাব অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পগুলোর তুলনায় কম হবে;

ঞ. অভিবাসনমূলক এবং/বা ক্ষতিপূরণ পদক্ষেপ গ্রহনের পরিকল্পনা সহজে নেয়া যেতে পারে এবং তা অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পগুলোর তুলনায় বেশী নির্ভরযোগ্য হবে।

২৬. ব্যাংক একটি সমন্বিত উপায়ে প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো বিবেচনা এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নির্ধারণ করার পর একটি প্রকল্পকে মাঝারি *ঝুঁকিপূর্ণ* বলে শ্রেণীকরণ করতে পারে:

ক. লোকজন এবং/বা পরিবেশের ওপর সম্ভাব্য প্রতিকুল ঝুঁকি ও প্রভাব উল্লেখযোগ্য নাও হতে পারে। কারণ, প্রকল্প জটিল এবং/বা বড় নয়, জনগণ বা পরিবেশের ক্ষতি হওয়ার মতো বেশী সম্ভাবনাময় কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত নয়, এবং পরিবেশগত বা সামাজিকভাবে স্পর্শকাতর এলাকা থেকে দূরে অবস্থিত। তাই, সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব এবং সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলোর মধ্যে নিম্নিলিখিত বিষয়গুলো থাকতে পারে:

অ. অনুমানযোগ্য এবং স্থায়ী এবং/বা পাল্টে দেয়ার মতো হতে পারে;

আ. আকার ছোট;

ই. এলাকা সুনির্দিষ্ট, প্রকল্পের মূল এলাকার বাইরে প্রভাবের সম্ভাবনা নেই;

ঈ. জনস্বাস্থ্য এবং/বা পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রতিকুল প্রভাবের সম্ভাবনা কম (যেমন, বিষাক্ত সামগ্রী ব্যবহার বা ফেলার সম্পৃক্ততা নেই, দুর্ঘটনা রোধের জন্য নিয়মিত নিরাপত্তামূলক সতর্কতা যথেষ্ট বলে আশা করা যায়, ইত্যাদি।)

খ. সম্ভাব্য উপায়ে সহজেই ঝুঁকি ও প্রভাবগুলো প্রশমিত করা যেতে পারে।

২৭. জনসংখ্যা এবং/বা পরিবেশের ওপর প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাব ন্যূনতম বা নগণ্য হলে ব্যাংক সেটিকে কম ঝূঁকিপূর্ণ বলে শ্রেণীকরণ করতে পারে। এসব প্রকল্পের প্রতিকুল ঝুঁকি ও প্রভাব এবং ইস্যু কম বা থাকে না বলে প্রাথমিক যাচাইয়ের পর আর কোন ইএস মূল্যায়নের প্রয়োজন হয় না।

২৮. ব্যাংক প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে নিয়মিতভাবে ঝুঁকি শ্রেণীকরণ পর্যালোচনা করে থাকে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, প্রকল্পের ঝুঁকির মাত্রা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। বিশেষ করে, ব্যাংক সম্ভাব্য ঝুঁকি বা প্রভাব, ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো কর্মসূচির কোন পরিবর্তন, প্রকল্পের বিদ্যমান ইএস, ঋণ গ্রহীতার অঙ্গীকার এবং ঝুঁকি শ্রেণীকরণ যথাযথভাবে অব্যাহত রয়েছে কিনা তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর তথ্য বিবেচনা করবে:

ক. ইএসসিপি বাস্তবায়ন রিপোর্ট;

খ. বার্ষিক তদারকি রিপোর্ট;

গ. আইএসআর।

পরিকল্পিত কাজের খসড়া ১ জুলাই ২০১৫

অনুচ্ছেদ ৭- পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের জন্য সহায়তা

২৯. ব্যাংক ইএসএস১ শর্ত অনুযায়ী প্রকল্পের ইএস মূল্যায়ন সম্পন্ন করার জন্য ঋণ গ্রহীতাকে পরামর্শ দেয়।

৩০. ইএস মূল্যায়ন সম্পন্ন করা এবং এই ধরণের মূল্যায়নের ফলাফল নথিভুক্ত করার জন্য ঋণ গ্রহীতা যে প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং যেসব পদ্ধতি ও উপায় ব্যবহার করবে তা নির্ধারণে ব্যাংক সহায়তা দেয়। ব্যাংক ইএসএস১, পরিশিষ্ট ১ সংক্রান্ত শর্তাবলী নিয়ে ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে আলোচনা করে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের পুরো মেয়াদ জুড়ে প্রকল্পের ইএস ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং যথাযথ প্রভাব প্রশমন পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত করা হয়।

৩১. প্রয়োজন হলে, ব্যাংক ইএস মূল্যায়নের অংশ হিসেবে ব্যবহার করতে যে কোন ব্যবস্থার জন্য (বিশেষ ইএসএসএস কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সহ) শর্তাবলী প্রণয়নে ঋণ গ্রহীতাকে সহায়তা প্রদান এবং নিশ্চিত করবে যে, শর্তাবলীতে পর্যাপ্ত আন্ত:সংস্থা সমন্বয় এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৮- ব্যাংকের যথাযথ পদক্ষেপ

৩২. ব্যাংক ওপি/বিপি ১০.০০ অনুযায়ী সকল প্রস্তাবিত প্রকল্পের যথাযথ ইএস সম্পন্ন করবে। ইএস সংক্রান্ত যথাযথ ভারসাম্য প্রকল্পের প্রকৃতি ও আকারের সঙ্গে মানানসই এবং ইএস ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহের আনুপাতিক।

৩৩. ব্যাংকের যথাযথ পদক্ষেপ মূল্যায়ন করে যে, প্রকল্পটি ইএসএস অনুযায়ী গড়ে তুলতে ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম কিনা, বা প্রকল্পের পুরোটি বা অংশ বিশেষের জন্য ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো কর্মসূচির ওপর ব্যাংক কোথায় নির্ভর করছে, প্রকল্পটি ইএসএসএস এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবিকভাবে লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে কিনা।

৩৪. ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার দেয়া প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য ও নথিপত্র পর্যালোচনা করবে। ব্যাংক যদি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনের তথ্যের ঘাটতি পায়, তখন ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে আরো বাড়তি ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য অনুরোধ জানাবে।

৩৫. ব্যাংক যদি প্রকল্পটিকে একটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ বলে শ্রেণীকরণ করে, তাহলে ব্যাংকের যথাযথ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একজন পরিবেশ বা সামাজিক বিশেষজ্ঞ দিয়ে এলাকাটি পরিদর্শন করাবে।

৩৬. বিশেষ করে, ব্যাংকের যথাযথ পদক্ষেপ হিসেবে, ব্যাংক :

ক. ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে ইএস মূল্যায়নের প্রাসঙ্গিক দিকগুলো পর্যালোচনা;
খ. ইএস ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহে ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন;
গ. ইএসসিপিসহ আইনগত চুক্তিতে নির্ধারিত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলোর জন্য আর্থিক ব্যবস্থার পর্যাপ্ততা সম্পর্কে ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে আলোচনা করে একমত হওয়া;
ঘ. ইএস মূল্যায়নের সুপারিশগুলো প্রকল্পের পরিকল্পনায় যথাযথভাবে নিস্পত্তি করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ;
ঙ. ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ এবং সম্পন্ন করার তারিখ নিয়ে আলোচনা করা যাতে এই ধরণের ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো ইএসসিপি-তে সম্পৃক্ত করা যায়; এবং
চ. প্রযোজ্য হলে, ঘাটতি পূরণ ব্যবস্থার জন্য ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো এবং সময়সূচি পর্যালোচনা করা;

৩৭. ব্যাংকের যথাযথ পদক্ষেপের ফলাফলের ভিত্তিতে, ব্যাংক:

ক. প্রকল্পের ঝুঁকি শ্রেণীকরণ নিশ্চিত বা সংশোধন করবে;
খ. ইএসসিপি সহ আইনগত চুক্তিতে এই ধরণের ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ সম্পর্কে ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে একমত হবে;
গ. নিশ্চিত করবে যে, ইএসসিপি আইনগত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং আইনগত চুক্তিতে ইএস মূল্যায়নের ফলাফল, ব্যাংকের ইএস সংক্রান্ত যথাযথ পদক্ষেপ এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ফলাফল বিবেচনায় নেয়া হয়েছে;
ঘ. প্রকল্পের জন্য আইনগত চুক্তিতে ও তদারকি ব্যবস্থায় ইএস সংক্রান্ত অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; এবং
ঙ. ইএসআরএস প্রণয়ন।

৩৮. ইএসআরএস প্রকল্পের বিষয়ে ব্যাংকের যথাযথ পদক্ষেপগুলোর একটি সঠিক ও ব্যাপক রেকর্ড তৈরী করে এবং এতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকবে:
ক. প্রকল্পের একটি সঠিক বিবরণ এবং যে কোন সহযোগী সুবিধা (যা ইএসএস১-এ সংজ্ঞায়িত হয়েছে);
খ. প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রধান ইএস ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর একটি বিবরণ;
গ. তথ্যের উৎস এবং কিসের ভিত্তিতে ব্যাংকের যথাযথ পদক্ষেপ ও ইএসআরএস গ্রহন করা হয়েছে;
ঘ. সংশ্লিষ্ট ইএএস এবং প্রস্তাবিত প্রভাব প্রশমন পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে ইএস ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর বিষয়ে একটি আলোচনা;
ঙ. বাস্তবায়নের সময়সীমার সঙ্গে ইএসসিপি সহ আইনগত চুক্তিতে সম্মত প্রধান ব্যবস্থা ও কর্মসূচির একটি সংক্ষিপ্তসার।

৩৯. প্রকল্পে অন্য কোন উপ-প্রকল্প যুক্ত হলে, ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে একমত হয়ে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র অনুযায়ী নিশ্চিত করবে যে, বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের ইএস মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে বা তদারকি করতে এবং/বা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করতে সক্ষম এবং দায়িত্বশীল একটি যথাযথ বিভাগ এ বিষয়ে সম্মত হয়েছে ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা পাওয়া গেছে।

অনুচ্ছেদ ৯ - ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো

৪০. নীতিমালার ২৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ব্যাংক কাজের ব্যাপকতা মূল্যায়ন করবে যাতে প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো ব্যবহার ইএসএস এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। ব্যাংক আরো মূল্যায়ন করবে যে, ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো ইএসএস১ এবং ইএসএসএস এ উল্লেখিত প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাজে সহায়তা দিবে। প্রকল্পের ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর ধরণ অনুযায়ী, ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোর পর্যালোচনায় ইএসএসএস সংক্রান্ত বিশেষ শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোর বিশেষ দিকগুলোর সামঞ্জস্যতার একটি মূল্যায়ন যুক্ত করা যেতে পারে।
৪১. ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোর বিভিন্ন দিক যা ব্যাংকের পর্যালোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক হলেও বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা ভিন্ন হতে পারে এবং তা প্রকল্পের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের ধরণ, আকার, ও জটিলতা এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য ইএস ঝুঁকি ও অন্যান্য প্রভাব (যা ইএসএসএস-এ চিহ্নিত বিষয়গুলোতে সীমিত নয়)।
৪২. ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোর বিষয়ে ব্যাংকের পর্যালোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়ের একটি পর্যালোচনা থাকবে:

ক. দেশের সাধারণ নীতি, আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যেখানে এগুলো প্রকল্পের বিশেষ ইএস ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক;
খ. আইন, বিধি, বিধান, কার্যবিধি (যেমন পারমিট, শর্তাবলীর অনুমোদন) প্রকল্পের খাতে প্রযোজ্য, এছাড়াও আঞ্চলিক ও স্থানীয় শর্তাবলী যা ইএস ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক;

গ. অসামঞ্জস্যতা, স্পষ্টতার অভাব বা দ্বন্দ্ব যা কর্তৃপক্ষ বা এক্তিয়ারের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক, এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা এক্তিয়ারগুলোর মধ্যেকার পার্থক্যসমূহ;
ঘ. ব্যাংক অথবা অন্যান্য আইএফআই'র সঙ্গে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা এবং ঋণ গ্রহীতার ট্র্যাক রেকর্ড এবং স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততাসহ প্রকল্প প্রণয়ন এবং/বা বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতীয়, অভ্যন্তরীন, খাতভিত্তিক ও স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান; এবং
ঙ. ঋণ গ্রহীতার কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয়, অভ্যন্তরীন, বা খাত ভিত্তিক বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বা সংস্থা যা প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেখানে ইএস ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর সঙ্গে এগুলো প্রাসঙ্গিক।

৪৩. ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো পর্যালোচনাকালে, ব্যাংক:

ক. ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোর ব্যবহার ইএসএসএস এর সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে প্রকল্প বাস্তবিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে কিনা তা মূল্যায়ন করবে;
খ. ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোর ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করবে যা ইএসএসএস এর সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে বাস্তবিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জন করতে প্রকল্পকে বাধা দিবে;
গ. চিহ্নিত ঘাটতিগুলো দূর করতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিশেষ পদক্ষেপ ও ব্যবস্থাগুলোকে চিহ্নিত করবে;
ঘ. ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোর ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করবে, যে কারণে প্রকল্প ভিত্তিক বিশেষ কোন পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা নেই; এবং
ঙ. ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোর পুরোটা বা অংশবিশেষ ব্যবহার করা হবে কিনা সে বিষয়ে সুপারিশ করবে।

৪৪. ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোতে চিহ্নিত ব্যবধানগুলো দূর করতে প্রকল্প ভিত্তিক বিশেষ পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহনের বিষয়ে একমত হওয়ার জন্য ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে ব্যাংক কাজ করবে। ব্যাংক নিশ্চিত করবে যে, ইএসসিপি এই ধরণের পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং সম্মত সময়সীমা এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য এসব পদক্ষেপ ও ব্যবস্থার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছে।

৪৫. ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো ব্যবহার না করারও পরামর্শ দিতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা যথাযথ হতে পারে, যেখানে প্রকল্পটি জটিল ও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ; সামর্থ ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলো সীমিত, প্রেক্ষাপট নাজুক, এবং বা/সংঘাতপূর্ণ, অথবা ব্যবধানগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে যার কারণে কোন ধরণের প্রকল্প ভিত্তিক পদক্ষেপ ও ব্যবস্থার সম্ভাব্যতার সুযোগ নেই।

৪৬. সেসোর অনুমোদন সাপেক্ষে ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামো ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪৭. ব্যাংক কর্মীরা প্রকল্প চলাকালে প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠামোর প্রয়োগ, ঋণ গ্রহীতার বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নীতি, ব্যাংকের পর্যালোচনা ও ইএসসিপি তে চিহ্নিত প্রকল্প ভিত্তিক ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ অনুযায়ী ট্র্যাক রেকর্ড ও সামর্থ তদারকি করবে।

৪৮. ঋণ গ্রহীতার ইএস কাঠোমোতে যদি কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে যা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রতিকুল প্রভাব ফেলতে পারে বলে ঋণ গ্রহীতার মাধ্যমে ব্যাংককে অবহিত করা হলে, ব্যাংক ইএসএসএস ও ইএসসিপি'র সঙ্গে এই পরিবর্তনের অসামঞ্জস্যতার মাত্রা মূল্যায়ন এবং এই পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য ঋণ গ্রহীতার উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে এবং প্রয়োজন হলে বাড়তি কোন পদক্ষেপ বা ব্যবস্থার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে।

পরিকল্পিত কাজের খসড়া ১ জুলাই ২০১৫

অনুচ্ছেদ ১০- অন্যান্য বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক অর্থায়ন সংস্থা

৪৯. ব্যাংক

ক. প্রকল্প বা সংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলোর ইএস ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে;
খ. একটি এফআই-কে সম্পৃক্ত করে প্রকল্পের ইএস ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য অন্য কোন বহুপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক অর্থায়ন সংস্থার শর্তাবলী প্রয়োগ করতে; বা
গ. সংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলোকে সম্পৃক্ত করে প্রকল্পের ইএস ঝুঁকি ও প্রভাবগুলোর মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য অন্য কোন বহুপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক অর্থায়ন সংস্থার শর্তাবলী প্রয়োগ করতে;

সম্মত হলে, ইএসসিপি, এবং পিএডি এবং আইনগত চুক্তিতে এই সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত করবে।

৫০. অনুচ্ছেদ ৪৯ এ উল্লেখিত অভিন্ন পদক্ষেপ ও শর্তাবলী গ্রহনযোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করতে, টিটি বহুপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক অর্থায়ন সংস্থাগুলোর নীতি, মান ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিবেচনা করবে।
৫১. ব্যাংক একটি অভিন্ন পদক্ষেপ প্রয়োগ করতে সম্মত হলে বা অন্যান্য সংস্থার শর্তাবলীর ওপর নির্ভরশীল হলে, ব্যাংক এই ধরণের সংস্থার অনুসৃত ইএস সংক্রান্ত যথাযথ পদক্ষেপ, তত্ত্বাবধান, ও বাস্তবায়ন সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হওয়ার বিষয়টি বেছে নিতে পারে।
৫২. ব্যাংক প্রকল্প প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য সংস্থার কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভর করার সিদ্ধান্ত নিলে, ব্যাংক এই ধরণের সংস্থা ও ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে লিখিত চুক্তি করবে যা এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে যে, ব্যাংককে চলমান এই বিষয়গুলোর ভিত্তিতে যথাযথভাবে অবহিত রাখা হয়েছে:

ক. প্রকল্পে ইএস শর্তাবলী প্রতিপালন পরিস্থিতি;
খ. সংস্থাগুলোর ইএস নীতি ও কার্যবিধির ক্ষেত্রে যে কোন পরিবর্তন;
গ. ইএসএসএস এর লক্ষ্য অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়নের বস্তুগত সামঞ্জস্যতা।

৫৩. এই ধরণের সংস্থাগুলো ও ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে সম্মত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো ইএসসিপি সহ আইনগত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১১- তদারকি ও বাস্তবায়ন সহায়তা

৫৪. ওপি/বিপি ১০.০০ অনযায়ী, ব্যাংক ইএসসিপি সহ আইনগত চুক্তিতে নির্ধারিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ইএস শর্তাবলী সংক্রান্ত ঋণ গ্রহীতার প্রতিপালন নিয়মিত পর্যালোচনা করবে। পর্যালোচনা কর্মকাণ্ড শর্তাবলীর ধরণ ও আওতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং এতে:

ক. তদারকি রিপোর্ট পর্যালোচনা;
খ. তদারকি সাইট পরিদর্শন;
গ. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য যা পাওয়া যাবে সেগুলো পর্যালোচনা;
ঘ. বিভিন্ন অঙ্গীকার, সকল অর্থ বরাদ্দের আগে বরাদ্দের শর্তবালী এবং ইএসসিপি সহ ঋণ গ্রহীতার ইএস শর্তাবলীর প্রতিপালন সংক্রান্ত পর্যালোচনা; এবং
ঙ. ইএস প্রকল্প ইস্যুগুলোর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ঋণ গ্রহীতাকে পরামর্শ প্রদান; এবং

চ. ইএস শর্তাবলী পালনে ঋণ গ্রহীতার ব্যর্থতার ঝুঁকি ও সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং ঋণ গ্রহীতা (পুনরায়) শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহন।

অনুচ্ছেদ ১২ - তথ্য প্রকাশ

৫৫. ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার দেয়া সকল নথিপত্রের ব্যাপারে তথ্য লাভের অধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব ব্যাংকের নীতি প্রয়োগ করবে।

৫৬. টিটি নিশ্চিত করে যে, ঋণ গ্রহীতা যথাসময়ে প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ইএসএস১০ অনুযায়ী একটি প্রবেশযোগ্য স্থানে ও বোধগম্য ভাষায় প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্ত রাখবে এবং এতে প্রকল্পের নকশা ও প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থা সম্পর্কে সকল তথ্য থাকবে।

অনুচ্ছেদ ১৩ - প্রকল্প নথিপত্র

৫৭.

প্রভাব যা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে এবং যেগুলো ইএসএস২-ইএসএস৯ দ্বারা প্রতিকার করা হয়েছে;

১৩. চ. প্রধান লাঘব ব্যবস্থা ও পদে টিটি নিশ্চিত করবে যে, প্রকল্পের ইএস মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নথিপত্রে প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব এবং সম্মত প্রভাব লাঘব ব্যবস্থা সংক্রান্ত পর্যাপ্ত, সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য দেয়া হয়েছে।

১৪. ব্যাংক প্রকল্পের ইএস ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পিএডি বিষয়ক তথ্যে সংক্ষিপ্তসার তৈরী করবে, যাতে থাকবে:

ক. প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং যে কোন সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা;
খ. সম্ভাব্য ইএস ঝুঁকি ও প্রভাব;
গ. প্রকল্প শ্রেণীকরণের কারণ;
ঘ. ইএস মূল্যায়নের ধরণ ও ব্যবহৃত পদ্ধতি;
ঙ. যে কোন সম্ভাব্য ঝুঁকি ও ক্ষপসমূহ;
ছ. প্রস্তাবিত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলোর সম্ভাব্যতা, এবং বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ;
জ. প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষগুলোসহ অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনার বিস্তারিত ও উত্থাপিত বিষয়গুলো এবং সেগুলো কিভাবে বিবেচনা করা হয়েছে;
ঞ. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, সময়সূচি, অংশীদার তহবিলের পর্যাপ্ততা ও সময়োপযোগী সুবিধাসহ বাজেট, এবং সাফল্য পর্যবেক্ষণমূলক সূচক;
ট. সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা ও পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের জন্য ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে সম্মত সময়সূচি ও উপায় এবং ইএসসিপি সহ আইনগত চুক্তির ইএস শর্তাবলীর বিবরণ; এবং
ঠ. ইএস উপস্থাপন, শর্তাবলী এবং অঙ্গীকারগুলোর বিবরণ।

১৫. টিটি পিএডি-তে একটি সংযুক্তি হিসেবে হালনাগাদ ইএসআরএস যুক্ত করবে।

অনুচ্ছেদ ১৪- ছাড়

এই কার্যবিধির কিছু বিধিতে ছাড় নীতি ও কার্যবিধি অনুযায়ী ছাড় দেয়া যেতে পারে।

পরিকল্পিত কাজের খসড়া ১ জুলাই ২০১৫

অনুচ্ছেদ ১৫- কার্যকর তারিখ

এই কার্যবিধি [-তারিখ দিন-] থেকে কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ১৬- জারিকর্তা

এই কার্যবিধির জারিকর্তা হচ্ছে [ওপিসিএস ভিপি]।

অনুচ্ছেদ ১৭- পৃষ্ঠপোষক

এই কার্যবিধির পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে [সেসো]। এই কার্যবিধির বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন পৃষ্ঠপোষক বরাবর করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৮- সংশ্লিষ্ট নথিপত্র

বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য লাভ সংক্রান্ত নীতি
পরিচালন নীতি ও ব্যাংক কার্যবিধি (ওপি/বিপি) ১০.০০, বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন

পরিচালন নীতি ও ব্যাংক কার্যবিধি (ওপি/বিপি) ৪.০৩, বেসরকারি খাত কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত দক্ষতা মান

পরিচালন নীতি ও ব্যাংক কার্যবিধি (ওপি/বিপি) ৭.৫০, আন্তর্জাতিক নৌপথ সংক্রান্ত প্রকল্প
পরিচালন নীতি ও ব্যাংক কার্যবিধি (ওপি/বিপি) ৭.৬০, বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ডে প্রকল্পসমূহ

পরিচালনগত নীতি ছাড়

বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা দিকনির্দেশনা (ইএইচএসজিএস)।

****